দল নয়, দেশ বাঁচানোর জন্যে সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে

মোঃ ফারুক আহমদ

'সন্ত্রাস' শব্দটির সাথে গ্রামের কৃষক থেকে আরম্ভ করে উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী নাগরিকদের পরিচিতি ইদানীংকালে এত ব্যাপকভাবে ঘটেছে যে, এর সঙ্গে একমাত্র 'দুর্নীতি' নামক শব্দেরই তুলনা চলে। কারণ একটি অপরটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 'যেখানে দুর্নীতি সেখানে সন্ত্রাস' এটা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার্য বিষয়। এখন বক্তৃতা-বিবৃতি আর সাংবাদিক সম্মেলন করে এক দল অন্য দলকে কোণঠাসা করলে 'সন্ত্রাস' বন্ধ না হয়ে বরং এ প্রক্রিয়া ক্রমেই দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অঙ্গনকে আরও জটিল এবং দেউলিয়াত্বের প্রান্তসীমায় নিয়ে যাবে। যার আলামত এরই মধ্যে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আজ প্রায় এক কোটি শিক্ষিত বেকারসহ অর্ধেক জনসংখ্যা কর্মহীনভাবে এক মারাত্মক অস্থিরতার মধ্যে জীবনযাপন করছেন। আর শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণই হল শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণে 'সেশন জট'। দারিদ্র্যক্লিষ্ট এ সমাজে একটি ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার দুয়ারে পৌঁছে দিতে মা-বাবাকে যে কি প্রাণান্তকর অবস্থার শিকার হতে হয় তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না। ভিটে-বাড়ী পর্যন্ত বিক্রি করে অনেক মা-বাবা তাদের ছেলে-মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজ হাতে দাফন করে আজ উন্মাদ হয়ে ঘুরে ফিরছেন।

আজ নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, উন্মত্ত রাজনৈতিক কর্মকান্ডই অধিকাংশে ক্ষেত্রে ধারাবাহিক রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের জন্ম দিয়ে চলেছে। ক্ষমতা দখল বা ক্ষমতায় টিকে থাকাই, যখন রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় তখনই শুরু হয় রাজনীতির নামে দখলদারী ব্যবসা যার সূচনা ষাটের দশকের পাকিস্তানী স্বৈরশাসক আয়ুব খানের তল্পীবাহক জি হুজুর মার্কা গভর্নর মোনায়েম খাঁর সময় থেকে। তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, যদিও কম করে হলেও অর্ধ ডজন ছাত্র দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের শিক্ষা সমস্যাসহ বহু জাতীয় সমস্যায় দেশের সর্বাধিক সচেতন (দেশের সাধারণ শিক্ষার হার অনুযায়ী) জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখতো, তথাপি অর্থ, চাকরি, অস্ত্র এবং ছাত্র থেকে সহসা মন্ত্রিত্বের মত লোভনীয় পদপ্রাপ্তির সুযোগ না থাকায় জান বাজী রেখে অস্ত্রের মহড়ায় জড়িয়ে পড়তে রাজী হতো না। তাই বাধ্য হয়েই হয়েই দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতির জনক মোনায়েম খাঁ এবং তাঁর সহচরেরা পেশাদার গুন্ডাদের সাহায্যে তাঁদের ছাত্র সংগঠন এন এস এফ-এর শক্তিবৃদ্ধি করে বিভিন্ন হলের প্রতিপক্ষের উপর জঘন্য আক্রমণ চালাতো। অর্থাৎ ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ইং পর্যন্ত যারা তৎকালীন ইকবাল হলের (বর্তমান জহুরুল হক হল) আবাসিক ছাত্র ছিলেন তাদের নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা যে, এদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যই ছিল ইকবাল হল। কারণ মূলতঃ ইকবাল হল থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপরেখা প্রণীত হতো। পেশাদার গুন্ডাদের সহযোগিতায় সম্ভবতঃ ছাত্রদের মধ্যে নানারূপ সুযোগ সুবিধের প্রলোভনে যে সন্ত্রাসের জন্ম তা পরবর্তীতে স্বাধীনতার পরও উৎপাটন করার কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা কোন রাজনৈতিক দলই গ্রহণ করেনি। যার ফলে স্বাধীনতা বিরোধীদের উপর ব্যবহৃত অথবা অব্যবহৃত অস্ত্রগুলো নিজেদের দলীয় রাজনীতির প্রতাপ প্রতিপত্তির বিস্তৃতির জন্যেই নিজেদের স্বাধীনতার শরীক ভাইদের বক্ষভেদ করতে শুরু করলো। এ প্রক্রিয়ারই চূড়ান্ত রূপ আজকের শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস যা মূলতঃ ক্ষমতায় থাকা আর যাওয়ার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। সত্যিকথা বলতে গেলে আজকের রাজনৈতিক অঙ্গনের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনগুলোর আপোষ ও সন্ত্রাসী বীভৎসতার সুযোগেই জামায়াত সমর্থিত ছাত্র সংগঠন দোর্দন্ড প্রতাপে চট্টগ্রামকে বলতে গেলে তাদের স্বশাসিত অঞ্চলে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়তো ইতিমধ্যেই তাদের খাস দখলীকৃত শিক্ষাঙ্গনে পরিণত হয়েছে বলে পত্রিকান্তরে জানা যায়।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসীরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সামনে রেখেই রাজনৈতিক কুচক্রীদের ক্ষমতার খুঁটি হিসেবে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে, যেমনটি বিগত এরশাদ সরকারের সময় এ দেশের জনগণ চূড়ান্তভাবে প্রত্যক্ষ করেছে।

তবুও আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র সমাজকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারা যায় না এ জন্যে যে, এত দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং সেশনজটে অভিশাপগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা দুর্নীতির রসালো টোপে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিক্রি করেনি। ফলে ছাত্র রাজনীতিতে বিনিয়োগকৃত পুঁজির সদ্ব্যবহার তেমন একটা সুবিধেজনক হয়নি।

ছাত্রদলগুলোকেই শুধু সন্ত্রাস বন্ধের জন্যে বাক্সবন্দী করলে চলবে না, ছাত্রদের চালিকাশক্তি রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে ক্ষমতাসীন বিএনপি এবং প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে, যাতে করে ছাত্ররা কোন অবস্থাতেই যেন রাজনীতিকে কোন লোভনীয় বস্তু হিসেবে অতীতের মত ভাগ্য পরিবর্তনের সোনার কাঠি হিসেবে বিবেচনায় আনতে না পারে। এ বস্তুটি একদিকে যেমন সরলপ্রাণ যুবকদের একশ্রেণীর মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উপর প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা সৃষ্টি করে, অপরদিকে অপর দলটিকে হারানোর হিংস্রতায় মাতিয়ে তোলে। বোধ করি, এ মহাসত্যটিকে উপলব্ধি করেই বিগত নির্বাচনের পূর্বে ছাত্রদের মধ্য থেকে জাতীয় সংসদের প্রার্থীপদে মনোনয়ন দান না করার পরামর্শ দিয়ে আমাদের সমসাময়িক যুগের ছাত্রনেতা ফেরদৌস আহমদ কোরেশী কোন এক সপ্তাহিকীতে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। আজকের রাজনৈতিক এবং শিক্ষাঙ্গনের ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ সত্যটি বেশ গুরুত্বের দাবী রাখে বলে আমি মনে করি। তাই আর কালক্ষেপ না করে সমস্ত স্বাধীনতার পক্ষের গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন রাজনৈতিক দল যেমন বিএনপি, আওয়ামী লীগ, পাঁচ দলীয় ঐক্যজোটভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহ এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও আইনজীবীসহ বিভিন্ন পেশার চিন্তাশীল অভিভাবকবৃন্দ নিয়ে একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হোক এ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে যে, দল বাঁচানো নয় বরং দেশ বাঁচানোর জন্যে তারা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে একটি ঐতিহাসিক দলিল সম্পাদন করবেন। ঐ দলিলে সমস্ত রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন সমূহের সমস্ত অস্ত্র একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জাতীয় সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি নির্ধারিত স্থান এবং পাত্রের নিকট সমর্পণের নির্দেশ থাকবে। দ্বিতীয়তঃ এ কাজকে ত্বরান্বিত করতে ক্ষমতাসীন দলকে প্রথমেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মত নিজের দল এবং অঙ্গ সংগঠনসমূহকে অস্ত্র সমর্পণের কঠোর নির্দেশ দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য দলসমূহ জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে তাঁদের নিজস্ব দলীয় কর্মী এবং ছাত্র দলসমূহকেও অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিয়ে তা বাস্তবায়নে সমবেত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এর

প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এর

পরও যাদের নিকট অস্ত্র থাকবে, তাদের অস্ত্র উদ্ধারে শক্তিশালী সর্বদলীয় অস্ত্র উদ্ধার এবং নির্মূল কমিটি গঠন করে প্রয়োজনে 'কম্বিং অপারেশন' চালাতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, অস্ত্র উদ্ধারের এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ না হলে জাতীয় শিক্ষাতো যাবেই, অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্গঠনও আদৌ সম্ভব হবে না।